

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮



তারিখ: ২৪.১২.০২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আইনজীবী আলিফ হত্যায় জড়িতদের দ্রুত বিচার চান মেয়র শাহাদাত

আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তবে এ ঘটনায় নিরীহ কোন ব্যক্তি যাতে হয়রানির শিকার না হন প্রশাসনকে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে বলে জানান। সোমবার সকালে নগরীর ৩২নং আন্দরকিল্লা ওয়ার্ড পরিদর্শকালে এ দাবি জানান মেয়র। মেয়র বলেন, কিছুদিন আগে আমাদের একজন আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ কে ফেসিবাদের দোসররা অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আমরা তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আমি পরিষ্কার বলতে খুশী ফেসিবাদের দোসরদের চিহ্নিত করে দ্রুত শাস্তির আওতায় আনতে হবে। “সম্রাসী যেই হোউক সে যদি সিটি কর্পোরেশনের কোন পরিচালন কর্মকর্তাও হয়ে থাকে তাকে প্রশাসন গ্রেপ্তার করবে এ ব্যাপারে সিটি কর্পোরেশন কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করবে না। আমি চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রধান পরিচালন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছি যাতে সিটি কর্পোরেশনের কোন নিরীহ কর্মকর্তা-কর্মচারী যাতে গ্রেফতার না হয় সেটা নজর রাখতে হবে। সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন বিভাগের যে সমস্ত কর্মচারী দিনরাত পরিশ্রম করে নগরীকে পরিচালন রাখছে তারা যাতে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে। আর চিহ্নিত যেসব সম্রাসী এ কাজ করেছে তারা আইনের আওতায় আসবে। আমি এহত্যাকাণ্ডে জড়িত সম্রাসীদের দ্রুত শাস্তি এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।” জনগণের সহযোগিতা কামনা করে ডা. শাহাদাত বলেন, আমরা রাড্রে পরিচালনা কার্যক্রম পরিচালনা করছি। দিনের বেলায় যত্রতত্র ময়লা না ফেলে একটা সুনির্দিষ্ট সময় আপনারা ফেলেন, বিকালে বা সন্ধ্যার পরে। সিটি কর্পোরেশনের সেবকগণ সেটা কালেকশন করে নিয়ে যাব। সুনির্দিষ্ট সময়ে ময়লা ফেললে আমাদের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করতে সুবিধা হবে। আমরা বন্ধপরিষ্কার জনগণের সেবা দিতে। জনগণের সেবক হিসেবে আমরা কাজ করছি। কাজেই আমি মনে করি আমরা সবাই মিলে একটা সুন্দর পরিচালন শহর, ক্লিন-গ্রিন-হেলদি সিটি জনগণকে উপহার দিব। পরিচালন কর্মীদের উদ্দেশ্যে মেয়র বলেন, পরিচালন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে যারা অনুপস্থিত আছেন কিংবা কাজের গাফিলতি করছেন তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। আমি চাই তারা জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে জনগণের সেবা দিবে। ওয়ার্ড সচিবদের মধ্যে যারা কাজ করছে না বা যাদের বিরুদ্ধে সমস্যা পাওয়া গেছে তাদেরকে গতকাল আদেশ দিয়ে বদলি করেছি। সেখানেও যদি তারা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন না করে তবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দায়িত্ব ফাঁকি দিলেই শাস্তি হবে। জনগণকে ভোগালে চাকরি থাকবেনা এটা আমার নির্দেশ। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা কমান্ডার লতিফুল হক কাজিমি, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মো. শরফুল ইসলাম মাহি, উপ-প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা, মেয়রের একান্ত সহকারী মারুফুল হক চৌধুরী (মারুফ) সহ পরিচালন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

মা ও শিশু হাসপাতাল আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধি দিবসের অনুষ্ঠানে মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রামকে ক্লিন, গ্রিন ও হেলদি সিটি হিসেবে গড়ে তোলা হবে

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অর্টিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে ৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধি দিবস উপলক্ষে সোমবার সকালে আলোচনা সভা হাসপাতালের কার্যনির্বাহী কমিটির ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোহাম্মদ মোরশেদ হোসেনের সভাপতিত্বে হাসপাতালের লেকচার গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং অর্টিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের পরিচালক প্রফেসর ডা. মাহমুদ আহমেদ চৌধুরী আরজু। মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. ওয়াহিদা আক্তার লবনা। আরো বক্তব্য রাখেন কার্যনির্বাহী কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল মান্নান রানা, ইঞ্জি. লায়ন মো. জাবেদ আবছার চৌধুরী, জেনারেল সেক্রেটারী মোহাম্মদ রেজাউল করিম আজাদ, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী ডা. কামরুন নাহার দস্তগীর, ট্রেজারার অধ্যক্ষ লায়ন মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, মেডিকেল কলেজের এডভাইজার প্রফেসর এ এস এম মোস্তাক আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল প্রফেসর অসীম কুমার বড়ুয়া, পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মো. নূরুল হক, নিওনেটলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডা. ওয়াজির আহমেদ, আজীবন সদস্য ডা. সারোয়ার আলম, সিটি কর্পোরেশনের সাবেক কাউন্সিলর আবুল হাসেম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট, নার্সিং কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীরা। এতে উপস্থাপনা করেন সহকারী অধ্যাপক ডা. ফাহিম হাসান রেজা। প্রধান অতিথি বক্তব্যে ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল চট্টগ্রামবাসীর প্রাণের প্রতিষ্ঠান। এই হাসপাতালের সাথে আমি অনেকদিন ধরে সম্পৃক্ত আছি। বাংলাদেশে বেসরকারী খাতে চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসা শিক্ষায় এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। হাসপাতালের বিশেষায়িত

চিকিৎসা সমূহ অত্যন্ত মানসম্পন্ন। বিশেষকরে আপনার যে ক্যাম্পার ইনস্টিটিউট করেছেন এধরনের প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামে আর নেই। চট্টগ্রামের বাহিরেও এত সুন্দর ব্যবস্থাপনায় ক্যাম্পার হাসপাতাল আছে কিনা আমার সন্দেহ। আজকের এই চমৎকার আয়োজনের জন্য তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে প্রফেসর ডা. মাহমুদ আহমেদ চৌধুরী আরজুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রফেসর ডা. এ এফ এম ইউসুফ, ইঞ্জি. এল কে সিদ্দিকী, প্রফেসর এ এস এম ফজলুল করিম, প্রফেসর ডা. এম নূর-উন নবী, প্রফেসর ডা. নূরজাহান ভূঁইয়া, প্রফেসর এম এ তাহের খানসহ অনেকের অবদান রয়েছে। আমি তাঁদের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। মেয়র বলেন, বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ১ লক্ষ ১টাকা প্রতিকে মূল্যে এই হাসপাতালের জন্য ৪.২৩৬৭ একর জমি বন্দেবস্তী প্রদান করেন। সাবেক মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীরও এই হাসপাতালের জন্য এবং হাসপাতালের জমি পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখেন তিনি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান। মেয়র বলেন, আমি চট্টগ্রাম নগরীকে একটি ক্লিন সিটি, গ্রীন সিটি ও হেলদি সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এ ব্যাপারে সকলের সহযোগীতা প্রয়োজন। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করলে এটি সম্ভব। আমি চাইল্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি। এর মাধ্যমে শিশুদের সচেতন করে তাদের মাধ্যমে তাদের পিতা-মাতা ও পরিবারের লোকজনকে সচেতন করার উদ্যোগ নেয়া হবে। আমাদের অসচেতনতার জন্য নগরীর খাল-বিল, নালা-নর্দমা সব ভরাট হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। এই শহর আমার আপনার সকলের। শহরকে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। আমরা চাই মাদকমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, বৈষম্যহীন একটি নিরাপদ শহর। তিনি হোল্ডিং ট্যাক্স যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন। এ ব্যাপারেও তিনি সবার সহযোগীতা চান। তিনি হাসপাতালের পাশে সিটি কর্পোরেশনের পার্কটিকে খেলার মাঠ হিসেবে জুলাই ছাত্র আন্দোলনে প্রথম শহীদ ওয়াসিমের নামে নামকরণ করার ঘোষণা দেন। মেয়র হাসপাতালের নবনির্মিত শিশু স্বাস্থ্য বহির্বিভাগ ও এএমইউ উদ্বোধন করেন এবং অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এই মাঠে মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও খেলাধুলা করতে পারবে।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)

জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮